

বাইবেল জগত আলোকিত হোক

যীশু জগতের আলো। বিশ্বের কোটি কোটি খৃষ্টধর্ম বিশ্বাসীর এটাই বিশ্বাস। যীশু ধর্মের জন্যে, সত্যের জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ছোঁয়ায় অসুস্থ সুস্থ হয়েছে, অন্ধ পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি, নিষ্প্রাণ পেয়েছে প্রাণ। যীশু ছিলেন বিশ্বজনীন মমতার মূর্ত প্রতীক। মানুষের পরিত্রাণের জন্যে যীশুর ভালবাসার দলিল হচ্ছে পবিত্র বাইবেল। পবিত্র বাইবেলে রয়েছে এক শাস্বত অনুরণন, ঈশ্বরের উপাসনা কর, সৃষ্টির সেবা কর আর অপেক্ষা কর যীশুর পুনরাগমনের।

[যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল সোসাইটির ইংরেজি অনুবাদ The Holy Bible, New International Version থেকে কিছু বাণীর সরল বাংলা মর্মার্থ হচ্ছে বাইবেল কণিকা]

আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নাই। আমিই ন্যায় বিচারক এবং ত্রাণকর্তা। পৃথিবীর মানুষেরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তোমরা পরিত্রাণ পাবে। কারণ আমিই একমাত্র ঈশ্বর, আর কোনো উপাস্য নাই। [ইশাইয়া ৪৫:২১-২২]

পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরের সম্ভৃষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। ঈশ্বরের পথ অনুসরণকারীকে বিশ্বাস করতে হবে যে, যারা তাঁকে অশ্বেষণ করে তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন। [ইব্রীয় ১১:৬]

সাবধান! তোমরা লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম করো না। কারণ এর জন্যে স্বর্গে কোনো পুরস্কার পাবে না। [মথি ৬:১]

যারা অন্যায়ের বীজ বপন করে এবং অনিষ্টের চারা রোপণ করে তারা অন্যায়-অনিষ্টের ফসলই ঘরে তোলে। [ইয়োব ৪:৮]

ঈশ্বর প্রত্যেককেই কর্মফল প্রদান করবেন। যারা ধৈর্যের সাথে সংকর্ম করে ঈশ্বরের কাছে সুখ, সম্মান ও অনন্ত জীবন পেতে চায় ঈশ্বর তা-ই দেবেন। আর যারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যায় করেছে, ঈশ্বর তাদের ভয়াবহ শাস্তি দেবেন। [রোমীয় ২:৬-৮]

অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার জন্যে খুন করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। পিতা-মাতাকে সম্মান করো এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালবেসো। [মথি ১৯:১৮-১৯]

সার্থক তাদের জীবন যারা ধর্মের জন্যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে। সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল, কারণ তারা দয়া পাবে। সার্থক তাদের জীবন যাদের অন্তর নির্মল, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে। [মথি ৫:৬-৮]

ধন্য সে জন যে দুঃস্থদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথ মাড়ায় না, নিন্দুকের আসরে বসে না। কিন্তু সদাপ্রভুর বিধান অনুসরণেই আনন্দ পায় এবং তার বিধিমালা নিয়েই ধ্যান করে। [গীতসংহিতা ১:১-২]

নিজেকে ভাই বলে দাবি করে এমন ব্যক্তি যদি দুশ্চরিত্র, লোভী, প্রতিমাপূজারী, পরচর্চাকারী, মাতাল বা জোচোর হয় তবে তার সাথে মেলামেশা করবে না এমনকি পানাহারও করবে না। [১ করিন্থীয় ৫:১১]

কেউ গালি দিলে পাল্টা গালি দিও না। বরং তাকে আশীর্বাদ কর। তাহলেই তোমরা আশীর্বাদ পাবে। [১ পিতর ৩:৯]

যে নিজের গুণ সংহত রাখে, সে নিজের জীবনকেই সংরক্ষিত করে। আর যে রুঢ় কথা বলে সে নিজের সর্বনাশের পথ উন্মোচিত করে। [হিতোপদেশ ১৩:৩]

প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত। [যাকোব ২:২৬]

ঈশ্বরের বাক্য শুধু শুনলেই হবে না সেভাবে কাজ করতে হবে। শুধু শুনে যাওয়া আত্মপ্রতারণারই শামিল। [যাকোব ১:২২]

অন্যায়ের কাছে তোমরা কখনো হার স্বীকার করো না। বরং ভালো দিয়ে মন্দকে জয় কর। [রোমীয় ১২:২১]

যখন দান কর গোপনে দান কর। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। [মথি ৬:৩-৪]

যে নিজেকে বড় বলে, তাকে অবনত করা হবে, আর যে বিনয়ী হয়, তাকে সম্মানিত করা হবে। [লূক ১৮:১৪]

তোমাদের কারো পক্ষে একসাথে দুই প্রভুর উপাসনা করা সম্ভব নয়। তুমি কখনো ঈশ্বর এবং অর্থ- উভয়ের সেবক হতে পারবে না। [মথি ৬:২৪]

ধনবানদের পক্ষে সদাপ্রভুর স্বর্গে প্রবেশের চেয়ে সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা সহজ। [মথি ১৯:২৪]

কী খাবে, কী পান করবে, কী পরিধান করবে- এ নিয়ে চিন্তা করো না। জীবন খাবার ও পোশাক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পাখির দিকে তাকাও, তারা শস্য বপন করে না, কেটে গোলায় ভরে না। তারপরও সদাপ্রভু কি তাদের খাওয়াচ্ছেন না? তুমি কি পাখির চেয়ে মূল্যবান নও? দুশ্চিন্তা করে তোমরা জীবনের সাথে কে অতিরিক্ত একটা ঘন্টাও যোগ করতে পারবে? [মথি ৬:২৫-২৭]

ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান। তিনি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে যারা তাঁকে স্মরণ করে এবং সংকর্ম করে, তাদেরকেই তিনি গ্রহণ করেন। [প্রেরিত ১০:৩৪-৩৫]

প্রতিটি বিষয়ে অন্যের সাথে সেই আচরণই করবে যা তুমি তার কাছ থেকে প্রত্যাশা কর। [মথি ৭:১২]

তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। খোঁজ কর, পাবে। দরজা খটখট কর, দরজা খুলে যাবে। [মথি ৭:৭]

পরিশ্রমী হাত সবসময় কর্তৃত্ব করে আর অলস পরিণত হয় পরাধীন দাসে। [হিতোপদেশ ১২:২৪]

আর একটু ঘুম, আর একটু তন্দ্রা, বিছানায় আর একটু গড়াগড়ি- দারিদ্র্য ও অভাব দস্যুর মতো দেবে হানা তোমার অন্দরে। [হিতোপদেশ ২৪:৩৩-৩৪]

সৎ কাজ সম্পর্কে জানার পরও তা করা থেকে বিরত থাকা পাপ। [যাকোব ৪:১৭]

যীশু বললেন, প্রার্থনায় যা কিছু তোমরা চাও, বিশ্বাস করবে তা পেয়েছো, তা হলে তা-ই পাবে। প্রার্থনারত অবস্থায় যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ অভিযোগ মনে আসে তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। তাহলে সদাপ্রভুও তোমাদের ক্ষমা করবেন। [মার্ক ১১:২৪-২৫]

ভালবাসা সবসময় ধৈর্য ধরে। কখনো ঈর্ষ্যা করে না, গর্ব করে না, অহঙ্কার করে না, দুর্ব্যবহার করে না, সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে না, রাগ করে না, খোঁটা দেয়ার জন্যে ভুলের তালিকা তৈরি করে না। ভালবাসা অধার্মিকতায় আনন্দ পায় না, সত্যে আনন্দিত হয়। ভালবাসা সহ্য করে, বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা রাখে এবং সব অবস্থায় স্থির থাকে। [১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭]

মমতার ভণ্ডামি করো না। অন্যায়কে ঘৃণা কর। ভালোকে আঁকড়ে ধর। ভ্রাতৃসম মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হও। নিজের চেয়ে অন্যকে বেশি সম্মান কর। অতিথিপরায়ণ হও। অভাবীদের সাহায্য কর। ঈশ্বরের সম্ভৃষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। আশায় আনন্দিত, বিপদে ধৈর্যশীল ও প্রার্থনায় আন্তরিক হও। [রোমীয় ১২:৯-১৩]

সুন্দর বিনম্র উত্তর ক্ষোভ প্রশমন করে। আর রুঢ় শব্দ সবসময় ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করে। [হিতোপদেশ ১৫:১]

বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও মমতা- এই তিনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। এর মধ্যে মমতাই সবচেয়ে মহৎ। [১ করিন্থীয় ১৩:১৩]

সর্বাঙ্গকরণে ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা সকল প্রকার হোম ও বলিদান অপেক্ষা উত্তম। [মার্ক ১২:৩৩]

তোমাদের নেতাদের মেনে চল। তাদের আজ্ঞা পালন কর। [ইব্রীয় ১৩:১৭]

সবসময় জ্ঞানীদের সাথে চল, জ্ঞানী হবে। আর আহাম্মকের সঙ্গী হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [হিতোপদেশ ১৩:২০]

যীশু বললেন, তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চাও তাকে সেবক হতে হবে। আর যে প্রথম হতে চাও তাকে সবার দাস হতে হবে (অর্থাৎ দাসের মতো সেবা করতে হবে)। [মার্ক ১০:৪৩-৪৪]

যখন কেউ তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করে, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সদাপ্রভুও তোমাকে ক্ষমা করবেন। [মথি ৬:১৪]

সদাপ্রভুর দৃষ্টি সর্বত্র বিরাজমান। দুঃস্থ লোক বা ভালো মানুষ- সবার কাজই তিনি দেখছেন। [হিতোপদেশ ১৫:৩]

ঈশ্বর হচ্ছেন বিশ্বজনীন মমতা। যে বিশ্বজনীন মমতার মাঝে বাস করে, সে ঈশ্বরের মাঝে থাকে আর ঈশ্বরও তার মাঝেই থাকেন। [১ যোহন ৪:১৬]

হাল্লিলুয়া! সদাপ্রভুর প্রশংসা কর! কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও মহিমা শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই! আমেন! হাল্লিলুয়া! [প্রকাশিতব্য ১৯:১-৪]

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন Quantum Foundation

কেন্দ্রীয় দফতর : ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০
সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২
রাজশাহী : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯
মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪
স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব :
৮৩২২৯৮৭, ৯৩৫১৯৬৯, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
লামা সেন্টার ও কোয়ান্টাম শিশুকানন :
০১৭১৪-০৯৪২৭১, ০৪৪৪০৮-৪৯৩৯৮৮
E-Mail : info@quanfey.org
Web Site : www.quantummethod.org

(মর্মবাণী)